সেদিন আর আজ

২০০৬ সালের পড়ন্ত এক বিকেল। সৌমেন, রাজু, বিলু প্রভৃতি দশজন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই কোনোমতে একটু কিছু মুখে পুরে নিয়ে ছুটেছে পাশের সরু গলিটার দিকে। সেখানে ক্রিকেট খেলার আয়োজন শুরু হয়েছে পুরোদমে। ঐ একই সময়ে এক পুকুরের ধারে নীলু বসে আছে ছিপ নিয়ে - আনমনে। এমনভাবে সে ঠায় বসে আছে সকাল থেকে। মাছ ওঠেনি একটাও। হঠাৎ, ছিপটা একটু নড়ে উঠলো যেন। উচ্ছ্বসিত নীলু ছিপে টান দিতেই দেখতে পেল একটা মাঝারি সাইজের কাতলা মাছ ধরা পড়েছে ওর ছিপে। ঠিক সেই সময়েই শহরের সেই সরু গলিতে হুল্লোড় শোনা গেল - আউট। পরপর পাঁচটা চার মেরে অবশেষে আউট হয়ে ঘরে ফিরছে সৌমেন।

আবার, ঐ একই বিকেলে স্কুল থেকে সবে বাড়ি ফিরেছে রীনা। এসেই পড়তে শুরু করেছে জন্মদিনে বাবার উপহার দেওয়া শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "তুঙ্গভদ্রার তীরে"। উফ্, কী অসাধারণ লেখা। একবার শুরু করলে ছাড়া অসম্ভব।

আবার সেই বিকেল এসে উপস্থিত হয়েছে ২০২৫ সালের দোরগোড়ায়। নতুন সৌমেন, রাজু, বিলুরা আজ আর সেই অন্ধগলিতে একত্রিত হয়নি। তাদের মধ্যে কেউ এখন স্কুল থেকে ফিরে টিভি খুলে বসেছে। কেউ বা স্মার্টফোন আর হেডফোন উভয়ের সংযোগে rap সঙ্গীত শুনতে ব্যস্ত। আবার কেউ বসে আছে রঙিন পর্দায় উদ্ভাসিত ভিডিও গেমের কাল্পনিক গাড়িটির দিকে তাকিয়ে। তবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছেলেরা (যারা একদিন গলিতে একত্রিত হত) চলে গেছে নেটফ্লিক্স নির্মিত ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কাল্পনিক, অর্ধনগ্ন, সংস্কৃতিহীন এক মিথ্যে দুনিয়ায়।

২০২৫ সালের নতুন নীলু আর পুকুরে ছিপ ফেলে না। এখন তার ছোট্ট গ্রামটিতেও ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে গেছে। এটা ২০০৬ সাল হলে নীলু ও রীনার দেখা হতে এখনও সাত- আট বছর দেরি ছিল। কিন্তু সালটা যেহেতু ২০২৫, তাই নীলু আর রীনার ইন্টারনেট মাধ্যমের কাল্পনিক বন্ধুত্ব এখনই জমে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে চলছে কাল্পনিক ,কৃত্রিম, প্রচন্ড প্রেমালাপ। বাবার উপহার দেওয়া "তুঙ্গভদ্রার তীরে" র দিকে একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না রীনা।

২০২৫ সালের নতুন সৌমেন, রাজু, বিলু, নীলু, রীনা এদের বয়স আর ২০০৬ সালের পুরনো সৌমেন, রাজু, বিলু, নীলু, রীনা এদের বয়স কিন্তু একই আছে। শুধু তাদের জীবনধারাটাই কেমন যেন পাল্টে গেছে।

সৌমেন, রাজু, বিলু, নীলু, রীনারা হয়তো যুগে যুগে বদলে যাবে। কিন্তু দিনের অন্তিমে সূর্যের রক্তিম আভাকে সঙ্গে নিয়ে আকাশের দোরগোড়ায় বিকেল আসবে চিরকাল। শূন্যগলি বিকেলের পড়ন্ত রোদে ক্রীড়ারত ছেলেদের অভাবে খাঁ খাঁ করবে। পুকুরের ধারে বুড়ো বটগাছটার ডালে বসে থাকা কাকটা চিরপরিচিত নীলুকে দেখতে না পেয়ে ' কা কা ' ক্রন্দনধ্বনিতে মুখরিত করে তুলবে গোটা পুকুরপাড়। "তুঙ্গভদ্রার তীরে" রীনার বুকসেল্ফের মধ্যে থেকেই বিদ্যুন্মালা, মণিকঙ্কনা, অর্জুন বর্মা প্রমুখের স্মৃতি নিজের বুকের মধ্যে ধরে থাকবে চিরযুগ।

একসময় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামবে। অন্ধগলির নিয়ন আলোগুলো জ্বলে উঠবে একে একে। পুকুরপাড়ের কাকটা ক্লান্ত হয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমিয়ে পড়বে সৌমেন, রাজু, বিলুরা। ঘুমিয়ে পড়বে নীলু আর রীনাও। জেগে থাকবে শুধু লেখক, ২০২৫ সালে বসে ২০০৬ সালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।